পাঠক ফোরাম

সর্বভুক মানুষ

'আজও আমার দেখা হয়নি রাস উৎসব'। প্রতিবছরই দৈনিকে যখন সুন্দরবনে দুবলার চরে রাস মেলার কথা পড়ি, ভাবি একবার যাব। কিন্তু রাস উৎসব তো এখন আর শুধুই উৎসব নয়- এ এক হত্যার মহোৎসব। বিকৃত উল্লাসের শিকার হয়ে প্রতিবছরই এখানে মারা পড়ে অনেক বিচিত্র সুন্দর হরিণ, ক্ষুধার্ত, পেটুক, লোভী, হিংস্র, অসভ্য কিছুর মানুষের হাতে। রাস মেলা আসে, প্রতিবছরই পত্রিকার পাতায় দেখি হরিণ হত্যার খবর। শীত আসে, প্রতিবছরই পত্রিকায় ছাপা হয় অতিথি পাখি বিক্রির ছবি। এ বোধহয় চলবেই। বাজারে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি, সবকিছুই পাওয়া যায় টাকা থাকলে, কিন্তু কিছু মানুষের এগুলো খেয়েও তৃপ্তি হয় না, তাদের ডাইনিং টেবিলে চাই সাইবেরিয়া থেকে বেড়াতে আসা অতিথিদের, সুন্দরবন আলো করে রাখা হরিণদের। এই কিছু মানুষই বাকি মানুষদের খায় অন্য ভাবে।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মবাড়িয়া

শীতার্তদের বাঁচাতে সাহায্য চাই

মঙ্গা আর শৈত্যপ্রবাহের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের মানুষের যেন আজন্ম লড়াই। এই লড়াইয়ে বারবারই পরাজিত হয় সুবিধাবঞ্চিত এ অঞ্চলের মানুষ। প্রচন্ড শীতে প্রতি বছর নিউমোনিয়ায় মৃত্যু হয় বহু শিশুর। শীতের তীব্রতা থেকে রক্ষা পান না বড়রাও। খবরের কাগজে ছাপা হয় অসহায় মানুষের মুখ। তারপর সবাই বেমালুম ভুলে যায়। বরাবরের মতো এবারও শীত এসেছে। শীতার্তদের রক্ষার্থে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শীত বস্ত্র বিতরণ শুরু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। দেশের লাখ লাখ মানুষ বর্তমানে শীতে কাঁপছে। তাদের বেঁচে থাকার জন্য একটু গরম কাপড়ের খুব প্রয়োজন। আপনাদের বাতিল ও অতিরিক্ত শীত- পোশাক শীতার্ত অঞ্চলে নিজে বা যে কোনো সংস্থার নামে পাঠান। এ লড়াই সবাইকে করতে হবে।

জিনাত রুমি হ্যাপি, পায়রা, ১৬৭
নূরপুর, আলমনগর, রংপুর

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে ধন্যবাদ

টেলিভিশনের বিশ্ব সংবাদ শোনা এবং দেখার জন্যে C.N.N চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক আমি। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার বিভিন্ন ইতিবাচক সংবাদসহ ঐ সব দেশের গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে C.N.N বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকলেও বাংলাদেশের ঝড়, বন্যা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিয়ে চ্যানেলটির প্রচারণা এবং আগ্রহ বেশি বলে মনে হয়। গত ৪ ডিসেম্বর কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলো। ঐ দিন বাংলাদেশস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সভাপতি অধ্যাপক আবু সায়ীদকে নিয়ে C.N.N বিশ্ব সংবাদের মাঝে যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার পর্বের আয়োজন করে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশীরা যে যেখানে বসেই দেখে থাকেন না কেন, আমার বিশ্বাস সবাই পুলকিত, আনন্দিত এবং কিছুটা হলেও গর্বিত হয়েছেন। সাক্ষাৎকার চলাকালীন আমার সঙ্গে বসে থাকা এক কোরিয়ানকে বিশ্বাসই করাতে পারছিলাম না তিনি বাংলাদেশী যতক্ষণ না টিভি স্ক্রিনে জনাব সায়ীদ ও বাংলাদেশের নাম ভেসে না আসছিলো। বিশেষ করে আবু সায়ীদ সাহেবের হাসিমাখা মুখে শুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজিতে উত্তর দেয়ার প্রাঞ্জলতায় স্বাক্ষাৎকার গ্রহণকারিণীকে নতুন নতুন প্রশ্ন করতে উৎসাহী এবং আগ্রহী মনে হচ্ছিল। অন্য কোনো দেশের কারো সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে সাক্ষাৎকার ওঠে আসে। সে ক্ষেত্রে জনাব আবু সায়ীদের বেলায় তা প্রয়োজন হয়নি। আমার ধারণা সে দিন সারা বিশ্বের দর্শকরা বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুটা হলেও ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেছে। সে জন্যে হাজার মাইল দূর থেকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কামনা করছি তাঁর দীর্ঘ জীবন। শুভাচ্ছান্তে-

মোরশেদ আলম (প্রিন্স), Taelim Air Deviees Enginieering co., 668-1 Gungyong, Dochouck-myun, kwangju- Gun, kyuggi do 454-880. South korea

আমরাও একদিন

'মায়ের মত আপন কেহ নাইরে
মা জননী নাইরে যাহার ত্রিভুবনে তাহার কেহ নাই'...
বাংলা বর্ণমালার এই একটি অক্ষরের মধ্যে নিহিত রয়েছে পৃথিবীর সকল মায়া মমতা, আদর ভালোবাসা। একটি শিশু ভ্রুণ থেকে পরিপূর্ণ একজন মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে একজন মায়ের অবদানের কথা। ত্যাগ তিতিক্ষার কথা কেউ কখনো কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে পারবে না বা পরিমাপও করতে পারবে না। তাইতো বলা হয় 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত'। সাম্প্রতিককালে ব্রিটিশ কাউন্সিল এক জরিপ করে দেখেন যে ইংরেজি সাহিত্যে সবচেয়ে সুন্দর ৭০টি শব্দ রয়েছে যেমন : Mother, passion, Smile, Love, Eternity. Fantastic, Destiny, Freefom, Liberty, Tranquility…। জরিপে দেখা গেছে যে এই ৭০টি শব্দের মধ্যে Mother শব্দটি সবচেয়ে শ্রুতি মধুর। আসলে গবেষণা বা জরিপে কেন, সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মায়ের মমতার সমকক্ষ কিছুকেই করা হয়নি। কিন্তু মায়ের মমতার অবমাননা আমরা দেখি বারংবার। এগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন ঢাকায় বা ঢাকার অদূরে গড়ে ওঠা প্রবীণ হিতৈষী কেন্দ্রগুলোকে দেখি। রোগক্লিষ্ট মা ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে আছে। কেউ প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে তার ছেলে বলে গিয়েছিল শুক্রবার এসে তাকে নিয়ে যাবে। এরপর থেকে প্রতিটি শুক্রবার সেজে গুজে অপেক্ষা করতেন একদিন সেই প্রতীক্ষা তার মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়েছিল তবুও ছেলে তার ফিরে আসেনি। এমনতর হাজার মা বৃদ্ধকালে সন্তানের করুণার তলে দাবিত হয়ে কিন্তু কেন? একজন পিতামাতা জীবন যৌবনের সবটুকু দিয়ে তার সন্তানকে খুশি করার চেষ্টা করে। সম্প্রতিকালে ভারতে 'বাগবান' নামক একটি ছবিতে এই অসংগতিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে দেখা যায় পিতামাতা তার জীবনের সর্বোচ্চ দিয়ে সন্তানদের মানুষ করে তোলে। কিন্তু পিতা যখন উপার্জন ক্ষমতা হারায় তখন সন্তানদের কাছে চরমভাবে অবহেলিত হতে থাকে। তবে এটি কোনো নতুন কিছু নয় এই ধরনের ঘটনা হরহামেশাই দেখা যায়। দিনে দিনে প্রবীণ হোম-এর চাহিদা বেড়েই চলছে ইউরোপের দেশগুলোতে এর চাহিদা তুলনামূলক হারে বেশি, কেননা ইউরোপের দেশগুলোর ট্রেডিশন এমনি সন্তানেরা ১৮ বছরের পর আর বাবা মায়ের কাছে থাকতে চায় না। 'Old man Home, Geriatric clinic'গুলোতে বড় অসহায় আর একাকী জীবন যাপন করে বৃদ্ধরা। কিছুদিন আগে 'এশিয়া আফ্রিকা ট্যুডে' নামক একটি পত্রিকায় দেখলাম Home-এ একজন বৃদ্ধ মৃত্যু বরণ করেছে টের পেয়েছে আগে দুধওয়ালা। তিনদিনের মাথায় দরজার সামনে যখন দুধওয়ালা দেখলেন দুধের তিনটা জরিক্যান জমা হয়ে গেছে, তখনই বুঝে নিলেন ভিতরে নিশ্চয় কোনো ঘটনা ঘটেছে। দেখা গেল ঠিকই মরে পড়ে আছে এক বৃদ্ধ। এক সময়কার প্রবল প্রতাপে দিন কাটানো মানুষগুলোর শেষ জীবনের অবস্থা এমন মর্মান্তিক হলে আমরা যারা মানবিকতার বথা বলি, Human rights নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় তুলি তাদের কাছে ঘটনাগুলো একটু বাধো বাধো ঠেকবেই তো। আসুন বৃদ্ধদের প্রতি আমরা সেবার হাত আরেকটু বাড়িয়ে দেই। সবাই হয়ে উঠি প্রবীণ হিতৈষী। মনে রাখতে হবে আমরাও একদিন সন্তানের পিতামাতা হবো, হবো প্রবীণ তখন..

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

বিলুপ্তির পথে ছাত্র সংগঠন

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণও আজ ছাত্রদের কথা ভাবেন না। শিক্ষকগণ নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বর্জন করেন ছাত্রদের শিক্ষাদান, অপরদিকে ছাত্রনেতারা দাবি আদায়ের জন্য বন্ধ রাখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তখন স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগে, ছাত্রনেতা এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক মহোদয়গণের চিন্তা কি অভিন্ন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা। ঢাবিতে ভর্তি হবার পর প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনের ছাত্রদের প্রতি অসীম ভালোবাসার কারণে চার মাসের

মধ্যে ক্লাস পেয়েছি প্রায় ১ মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে দুই ধরনের রাজনীতি, হল-রাজনীতি এবং ক্যাম্পাস-রাজনীতি। হল-রাজনীতিবিদদের কার্যক্রম শুরু হয় প্রথম বর্ষে ভর্তির পর থেকে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মেধাবী ছাত্ররা একাডেমিকভাবে প্রথম বর্ষে হলে সিট পায় না বললেই চলে, কিন্তু অসৎ নেতারা এই সিট না পাওয়া বিষয়টিকে ব্যবহার করে ছাত্রদের রাজনীতিতে সংযুক্ত করার হাতিয়ার হিসেবে। রাজনীতি করার শর্তে হলে স্থান হয় ১০ থেকে ১১ জন থাকে এমন কক্ষে এবং সক্রিয়ভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে নেতাদের শুভদৃষ্টি লাভে সক্ষম হলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে পাওয়া যায় একক রুম। আবাসিক ও আর্থিক সংকট নিরসনে হলে সিট পাবার জন্য বাধ্য হয়ে সংগঠনের কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে ছাত্ররা। নেতারা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা না ভেবে নিজ নিজ দলের কথা ভাবে। সুস্থ রাজনীতি চর্চা করেন এমন কিছু আদর্শ ছাত্রনেতাও শিক্ষাঙ্গনে রয়েছেন, যারা এই অস্থির সময়ে ছাত্রদের নিয়ে ভাবেন। কিন্তু তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে সুবিধাবাদী মহল। ডিয়নোসর বিলুপ্তির প্রধান কারণ ছিল তার প্রচন্ড ক্ষুধা। সেই দিন দূরে নয়, ছাত্র সংগঠনগুলোর বিলুপ্তির কারণ হবে তাদের ক্ষমতার প্রতি লোভ। সুতরাং বিলুপ্তি এড়াতে ভালোবাসা দিয়ে ছাত্রদের সমর্থন নিয়ে সংগঠনের কার্যক্রমকে দীর্ঘস্থায়ী করুন।

মু. কাইসার রহমানী
ঢাকা

ক্রিকেট কি আমাদের লজ্জা

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০৪ দৈনিক পত্রিকায় একটি শিরোনামে দেখলাম 'হাবিবুল বাশার সুমন হতাশ নন', একেই বলে বাঘের বাচ্চা! বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ করে প্রচার করছে মিডিয়া, পত্রিকা খবর পরিবেশন করছে। কেউ বলছে ক্যাচ মিসের মহড়া দিয়েছে বাংলাদেশ, কেউ বলছে ইনিংস পরাজয়ের আর একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো এক গ্রামের এক দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার নানা অপরাধের জন্য প্রায়ই মার খেত, জনৈক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি যে এত মার খাইতেছ তাতে মান-সম্মান যায় না। উত্তরে সে বলল, দেখেন আমাদের অনেক মান-সম্মান, কত আর যাবে, সারা জীবন গেলেও শেষ হবে না! ঠিক তদ্রুপ আমাদের দেশের ক্রিকেটারদের অবস্থা। তাদের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ তাদের বলা হয়েছিল সোনার ছেলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তাই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের তো হতাশ হওয়ার কথা নয় তাই শিরোনামটি যথার্থ। আর একটি কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি সেটা হলো গন্ডারকে সুড়সুড়ি দিলে সে তিনদিন পরে হাসে। হাবিবুল বাশাররা হয়তো আগামীতে দেখাবেন আমরাও পারি। এবং প্রমাণ করবে তারা বাঘের বাচ্চা। তা না হলে আমার মনে বার বার একটি প্রশ্ন জাগে তা হলো আমাদের ক্রিকেটারদের মনোগ্রামে যে বাঘের ছবিটি দেখা যায় সেটি কি আসলে বাগের ছবি, না বিড়ালের ছবি? যদি বাঘের ছবি হয় তাহলে আপাতত বাদ দিয়ে বিড়ালের ছবি লাগানো হোক, যেদিন সত্যিকারের বাঘের মতো গর্জে উঠবে সেদিনই বাঘের ছবি লাগাবেন।

আলাউদ্দিন আবু, সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

নাগরপুর হাসপাতাল

আমরা ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইল জেলার অদূরে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ পাদদেশে অবস্থিত জনাকীর্ণ নাগরপুর উপজেলার সদর হাসপাতালের পশ্চিম পাশে এস এম, জাকির হোসেন রোড এলাকার অধিবাসী। অসুস্থ রোগীদের সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল। সাধারণত সে জন্যই হাসপাতাল ও তার আশপাশ সবসময় পরিছন্ন ও সুশৃংখলাপূর্ণ রাখা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো টাঙ্গাইল জেলার ঐতিহ্যবাহী নাগরপুর উপজেলার সদর হাসপাতালেও অতীতে এই পরিবেশ রক্ষার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ইদানীং নাগরপুর সদর হাসপাতাল নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত, অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। আজকের নাগরপুর সরকারি হাসপাতালের যে সঙ্কটময় পরিবেশ তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। এই উপজেলার প্রায় সাড়ে তিন লাখ বাসিন্দার জন্য স্থাপিত ৩১ শয্যা বিশিষ্ট এই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অধিকাংশ ডাক্তারগণ কর্মস্থলে বেশির ভাগ সময় অনুপস্থিত থাকেন। বেশ কয়েক জন ডাক্তার আউটডোর রোগীদের নিত্য সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিদিন প্রশ্নাতীত সংখ্যক রোগীকে বহির্বিভাগে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। কতিপয় দালাল রোগী প্রতি ২০ টাকা করে নিয়ে সিরিয়াল বুকিং করে থাকে এবং ডাক্তাররা রোগী প্রতি ৫০ টাকা করে নিয়ে থাকেয়। রোগীদের ঠিকমত ওষুধ দেয়া হয় না। বিভিন্ন টেস্টের নামে রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। নাগরপুর সরকারি হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের কর্মরত অফিসার গরিব অসহায় রোগীদের হাসপাতালের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত তার নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 'মিনি প্যাথ' দিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতারণা করে আসছে। বহুবার এই প্যাথলজি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বদলির চেষ্টা করেও বদলি করা যায়নি।

কর্তব্যরত ডাক্তাররা রাতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে থাকে না। হাসপাতালের গেটের কাছে সন্ধ্যার পরে বসে মদ, গাঁজা, হেরোইন প্যাথেডি সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য গ্রহণের আসর। তারপর শুরু হয় গান বাজনাসহ হৈহুল্লোড়। এই মাদকসেবীরা রাতের বেলায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সহযোগিতায় হাসপাতাল অঙ্গন ও ওয়ার্ডগুলোতে প্রবেশ করে নবজাতক চুরিসহ রোগীদের টাকা পয়সা ও জিনিসপত্র হাতিয়ে নেয়। এই সব সংঘবদ্ধ চোরেরা ডাক্তারদের কক্ষে ঢুকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে অভিযোগ করেও কোনো ফল পাওয়া যায় না।

উইলিয়াম এ্যালেক্স মার্টিন, এস এম জাকির হোসেন রোড, নাগরপুর টাঙ্গাইল

ফেনী কি সন্ত্রাসমুক্ত হবে না কোনো দিন

ফেনীকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে না পারলে রাজনীতি করা ছেড়ে দেবো- ভিপি জয়নাল প্রকাশ্যে এমনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন বিগত ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারণায়, আজ তার প্রায় সাড়ে ৩ বছর পার হতে চললো। কিন্তু ফেনীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটা আগের মতোই খারাপ। বিরোধী দলের রাজনীতি ফেনীতে কার্যত নিষিদ্ধ। অসংখ্য মামলা মাথায় নিয়ে আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী এলাকা- ছাড়া। পলাতক আসামি। পুলিশ খুঁজে বেড়ায়। অনেকের খুন হওয়া লাশ পড়ে থাকে পথে-ঘাটে পুকুরে কিংবা বাড়ির খুব কাছেই। অথচ হত্যাকারীরা ধরা পড়ে না। মামলার তদন্তের অগ্রগতি নেই। এসব মামলার বিচার কবে নাগাদ শুরু হবে ফেনীবাসীর তা জানা নেই। শুধু রাজনৈতিক কারণে এখানে দ্রুত বিচার আইন অকার্যকর হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিজের নির্বাচনী এলাকা ছাগলনাইয়ার ছাত্রলীগ সভাপতির দুটো হাতই কেটে ফেলেছে বিএনপির চিহ্নিত ক্যাডাররা। তার আরেক নির্বাচনী এলাকা পরশুরামে বিএনপি'র দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে ১ জন খুন হয়। এসব ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সোনাগাজীতে এক মাদ্রাসায় ঢুকে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করেছে সোনাগাজী থানা আওয়ামী লীগ সহসভাপতিকে। জনগণ ধাওয়া করে একজন আসামিকে অস্ত্রসহ ঘটনাস্থল থেকে ধরেছিল কিন্তু উপরের নির্দেশে পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে। চাঁদা দিতে পারেনি এক ব্যবসায়ী। তার ৫ বছরের শিশুকে পানিতে চুবিয়ে হত্যা করেছে চাঁদাবাজরা! এ বছর (২০০৪) অনুষ্ঠিত বাণিজ্যমেলা (ফেনী) পন্ড হয়ে গেছে। মেলার স্টল লুট হয়েছে, কয়েকজন আহত হয়। কারণ বিএনপির ক্যাডারদের দাবিকৃত চাঁদা দেয়া হয়নি।

মোঃ হোসেন আলি, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

ইটালির চিঠি

Milan ইটালির বাণিজ্যিক রাজধানী। প্রতিদিন এই শহরে লেগে রয়েছে বাণিজ্যমেলা। এর জন্যে অনেক আগেই বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি হয়েছে মেলা বসানোর স্থায়ী ও সুন্দর স্থাপনা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মেলাগুলোতে অংশগ্রহণ করতে Milan শহরে আসেন। Milan বাণিজ্য মেলায় আকর্ষণীয় করতে Santa Gulianiতে তৈরি হচ্ছে সর্বাধুনিক বাণিজ্যিক শহর। এ কারণে Milan হয়তো প্যারিসের মতো এর অবস্থানে আসতে পারবে বলে আশা করছে এবং এও মনে করছে ভবিষ্যতে Milan বার্লিন এবং লন্ডনের মতো একটি শহরে পরিণত হবে। ১০০টি প্রজেক্ট তৈরি হচ্ছে ৮ মিলিয়ন স্কয়ার মিটার যায়গা নিয়ে। আমরা কি আমাদের প্রিয় শহর ঢাকাতে স্থায়ী বাণিজ্যমেলা তৈরি করে সমস্ত বছরই বিভিন্ন মেলা করতে পারি না? এতে করে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যিক একটা দরজা খুলতে পারে। আমার মনে হয় নভোথিয়েটারের চেয়ে এই বাণিজ্যিক উদ্যোগ বেশি জরুরি।

Shakhidul@yahoo.com